পর্যাপ্ত পুলিস দিতে পঞ্চায়েত ভোট ৩ দফায়?

সৌম্যজিৎ সাহা • দক্ষিণ ২৪ পরগনা

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত। আসন বিন্যাসের কাজও শেষ। 'ওয়ার্ম আপ' শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচন কবে হবে, তা এখনও জানা যায়নি। তারিখ নিয়ে জনমানসে কৌতূহল চরমে। তবে তার থেকেও বেশি চর্চায় অন্য একটি প্রশ্ন—এক না একাধিক, ক'দফায় হবে ভোটগ্রহণ? প্রশাসনিক সূত্রে যা খবর, তাতে এবারের পঞ্চায়েত ভোটে অন্তত দুই থেকে তিন দফায় হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। এর কারণ, উপযুক্ত নিরাপত্তা। ভোটে রাজ্য পুলিস মোতায়েনের বিষয়টি একরকম পাকা। তাই বুথে বুথে পর্যাপ্ত পুলিসকর্মী রাখতে এই ফর্মুলাতেই ভোটে যেতে পারে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি।

গত বছর রাজ্যের শতাধিক পুরসভা ও চারটি কর্পোরেশনে নির্বাচন হয়েছে। সেখানে রাজ্য পুলিস দিয়ে দু'দফায় ভোটগ্রহণ করা হয়। এবার পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রেও রাজ্য সেই পদ্ধতিতে এগতে চাইছে বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের। যুক্তি হিসেবে ভোটদাতা এবং বুথ, দু'টি সংখ্যাই বৃদ্ধি পাওয়ার কথা বলা হচ্ছে। গতবারের থেকে ৫৮ লক্ষ ভোটার বেড়েছে পঞ্চায়েতে। এবার পঞ্চায়েত স্তরে মোট ভোটার ৫,৬৬,৮৬,১১৯ জন। গতবার সংখ্যাটি ছিল ৫,০৮,৩৫,০০২। বৃদ্ধির পরিমাণ ১১.৮ শতাংশ। এই বিপুল সংখ্যক ভোটদাতা যাতে সুষ্ঠুভাবে ভোট দিতে আসতে পারেন, সে কথা মাথায় রাখতে হচ্ছে কমিশনকে। অন্যদিকে, আপাতত ৫৯ হাজারের বেশি বুথের পরিসংখ্যান পাওয়া গিয়েছে। অক্সিলিয়ারি বুথ ধরলে সংখ্যাটা আরও কয়েক হাজার বাড়তে পারে। সেক্ষেত্রে এক দফায় ভোট করাতে গেলে সব বুথে সমান সংখ্যক নিরাপত্তা রক্ষী দেওয়া যাবে কি না, তা নিয়েই সংশয় রয়েছে। সরকারি হিসেব অনুযায়ী, এর জন্য যে সংখ্যক পুলিসকর্মী প্রয়োজন, তা রাজ্যের হাতে নেই। ফলে সিভিক ভলান্টিয়ার, হোম গার্ডদের মোতায়েন করতে হবে। এ নিয়ে নানা প্রশ্ন-আপত্তি উঠতে পারে। তাই ভোটের দফা বাড়ানোই একমাত্র বিকল্প।

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে মামলা দায়ের হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবিও জানানো হয়েছে সেখানে। সূত্রের খবর, আপাতত কৌশলগতভাবে বিষয়টি মোকাবিলার কথা ভাবছে কমিশন। পর্যাপ্ত রাজ্য পুলিসের পরিসংখ্যান দেখাতে দু'-তিন দফায় ভোটের পক্ষে সওয়াল করা হতে পারে। তবে আরও একটি সম্ভাবনা রয়েছে। তা হল, ভিন রাজ্যের পুলিস মোতায়েন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পরিবর্তে তাদের দিয়ে পঞ্চায়েত ভোট করানোর কথাও কমিশনের ভাবনায় রয়েছে।

নির্বাচন যে আগামী এপ্রিল-মে'র মধ্যে হবে, তা নিয়ে কার্যত সংশয় নেই প্রশাসনিক মহলের। এখন থেকে জোরকদমে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে ১০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে বলে খবর। জেলায় জেলায় ব্যালট বাক্সে কিউআর কোড লাগানোর প্রক্রিয়া চলছে। এবার শুধু ভোট ঘোষণার অপেক্ষা!